দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 JUL 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

025

পাঁচবিবিতে প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত

জয়পুরহাট, ৩রা জুলাই (জেলা বার্তা পরিবেশক)।--- পাঁচবিবি উপজেলার বিভিন্ন এলাকার সরকারী বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় জর্জরিত। দীর্ঘ দিনের সমস্যাগুলো শিক্ষার পরিবেশকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করছে।

পাঁচবিবি উপজেলায় রয়েছে মোট ৫৯টি সরকারী এবং ১৫টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

উপজেলার ৫৯টি সরকারী বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে ছাত্রদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। শুধু সরকারী বিদ্যালয়েই কমপক্ষে আরো ৫০ জন শিক্ষকের প্রয়োজন। এছাড়া বর্তমানে যে ২৩৭ জন শিক্ষকের পদ রয়েছে, সেখানেও ৫টি পদ শূন্য রয়েছে।

বহু বিদ্যালয়েই 'ভালো' ঘর নেই। খোলা, আধাখোলা আর ভাঙাচোরা ঘরে বসে স্কুল। এতে ছাত্রদের মনোযোগই শুধু নষ্ট হয় না, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিতে, খরায় শিক্ষার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। আটাপুর ইউনিয়নের কলন্দরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩ জন শিক্ষকসহ ২১৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে জীর্ণ ছাউনির অতি পুরানো একটি মাত্র ক্ষুদ্র ঘরে ক্লাস করতে হচ্ছে। যে কোন সময়েই ঘর ভেঙে পড়ে এখানে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা রয়েছে। অথচ উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের দেয়াল নির্মাণের কাজ প্রায় দেড় বছর আগে হলেও শুধু ওপরে টিনের ছাউনি না দেয়ায় নতুন ঘরে ক্লাস নেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

উপজেলা সদরের অনতিদূরে ধরমজি ইউনিয়নের গদাইপুর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গত বন্যায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হলেও এখনো কোন সরকারী সাহায্য সেখানে পৌঁছেনি। প্রায় দুশ' ছাত্রের বিদ্যালয়টির দুর্ভোগ এখন চরমে। সমীরননেসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (বালিঘাটা ইউনিয়ন) দু'টি ক্লাস রুমের টিনের ছাদ ভেঙ্গে গেছে গত ডিসেম্বরে। কিন্তু এখন অবধি তার সংস্কার না হওয়ায় সাম্প্রতিক অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ঘরের বেঞ্চগুলো নষ্ট হচ্ছে, ক্লাস নেয়া যাচ্ছে না। শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। উপজেলার একমাত্র প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়টির নিজস্ব রাস্তা নেই এবং পুকুরের ধার ঘেঁষে অবস্থানের কারণে শিশু ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তারও কোন ব্যবস্থা নেই। বর্ষায় পুকুরের ও বিদ্যালয় অঙ্গনের সীমানা পানিতে একাকার হয়ে যায়।

আওলাই ইউনিয়নের শাইলট্টি রাইগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জলছাদ নির্মাণের বরাদ্দকৃত ১৮ হাজার টাকার মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অগ্রিম ১০ হাজার টাকা প্রায় তিন বছর আগে তুলে নিলেও এখন পর্যন্ত কাজ শুরু করা হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন উক্ত বিদ্যালয় কমিটির চেয়ারম্যান আক্কাস আলী সরকার। এখানে ছাত্রসংখ্যা ৩১৫ জন (শিক্ষক ৪ জন)। কুসুম্বা ইউনিয়নের কুয়াতপুর গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (১৪৮ জন ছাত্র-ছাত্রী) দরজা-জানালা আসন নেই। আমতলায় ক্লাস হয়। আওলাই ইউনিয়নের শিরট্টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাউনি ঝড়ে উড়ে গেছে। গত বন্যায় পলাশগড়র (ধরনজি), আগাইর বেসরকারী বিদ্যালয় (আয়মা রসুলপুর ইউনিয়ন) সহ আরো অনেক বিদ্যালয়ে সংস্কার কাজ এখন ঝুলন্ত।

এছাড়া সরকারী-বেসরকারী উভয় ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় আসন বা বেঞ্চ, চেয়ারসহ টেবিল, আলমারী, ব্লাকবোর্ড ইত্যাদি আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাবজনিত সমস্যা বিরাজ করছে। অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শুষ্ক মৌসুমে গাছতলায় ক্লাস করতে দেখা গেছে। কিন্তু এই বর্ষায় ওই সুযোগটুকুও থাকছে না। ক্লাস পরিচালনায় জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে।

অধিকাংশ বিদ্যালয়েই শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পায়খানা প্রস্রাবখানার কোন ব্যবস্থা নেই।